কুসুম-স্তবক।

অসৌর[illegible] [illegible]যিতত্তথাপি
স্বারামজাতং কুসুমং সুহৃদ্ভ্যঃ।
ন নোপহর্ত্তুং ক্ষমমিত্যয়ং মে
সমুদ্যমো বন্ধুজনেঽর্পণায়॥

ময়মনসিংহ
চারুযন্ত্রে ম্যানেজার শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কুসুম-স্তবক।

অসৌরভং পর্য্যুষিতন্তথাপি ।
স্বারাম জাতং কুসুমং সুহৃদ্ভ্যঃ ॥
ন নোপহর্ত্তুং ক্ষমমিত্যয়ংমে ।
সমুদ্যমো বন্ধু জনে ঽর্পণায় ॥

ময়মনসিংহ

চারুযন্ত্রে ম্যানেজার শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ।

যাহাদের সহিত সতত একত্র নিবাস

সেই সুখ দুঃখভাগী-

প্রণয়াস্পদ স্বদেশীয় বন্ধু বর্গের

শ্রীকর কমলে

এই অকিঞ্চিৎকর

কুসুম-স্তবক

প্রীতি উপহার স্বরূপ

সাদরে অর্পিত হইল।

—ঃ*ঃ—

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সনে "চারু বার্ত্তা" সেরপুর হইতে প্রকাশ আরম্ভ হয়। "*" এই চিহ্নিত পদ্য দ্বয় ভিন্ন অন্য পদ্য সমস্ত ঐ বর্ষের চারু বার্ত্তায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। "কুসুম-স্তবক" নামাদিকরণে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত রূপে অদ্য তাহা পুনঃ প্রকাশিত হইল।

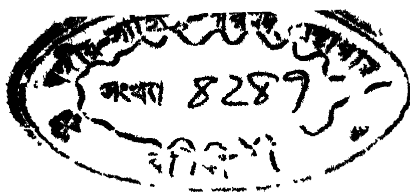
এই সমস্ত ভাবহীন সামান্য কবিতা পুনরায় পুস্তকাকারে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা কতদূর সঙ্গত কার্য্যে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তথাচ স্বীয় উদ্যানজাত "কুসুম-স্তবক" সৌরভ বিহীন ও পর্য্যুষিত হইলেও যত্নেরও প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় বন্ধু জনের হস্তে অর্পণ করিতে ভরসা করি কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

সেরপুর
২২ মাঘ ১২৯৪ সন

বিনয়াবনত
শ্রীঃ..............................

নির্ঘণ্ট ।

"শ্রীমতাং কথমাপদ"



কুসুম-স্তবক।

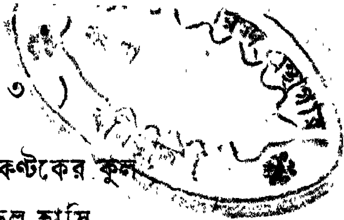
চারুবার্ত্তা।

মরুভূমে রবিকরে দগ্ধ যে মানব,
"অই সুশীতল জল" এ চারু বারতা
কি মধুর রবে পশি' শ্রবণ-বিবরে
নাশে কাতরতা তার অপূর্ব্ব কুহকে !
যদিও নিরাশ শেষে হয় সে মানব
আশার মোহিনী মূর্ত্তি নাশে সে যাতনা।
শোকের ভীষণ অসি যাহার হৃদয়—
করিয়াছে শত খণ্ড, হৃদয়-শোণিত
অজস্র ঝড়িছে যার নয়নের পথে,—
অপমান ভয়ানক বৃশ্চিক দংশন
দহিতেছে দেহ যার,—কহতার কাণে—
আশার মোহিনী বার্ত্তা ; নিবদ্ধ নিগড়ে
ভোগিছে যে জন সদা যাতনা অশেষ
হারাইয়ে সুখ-রাশি জনমের মত.—

শোনাও এ বার্ত্তা তায়,—দেখিবে অমনি
বিমল হইবে তার মলিন বদন।
মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য কক্ষে ভিক্ষা ঝুলি,
মলিন বিদীর্ণ জীর্ণ কন্থা কলেবর
ভ্রমিতেছে দ্বারে অই দরিদ্র মানব,
কহ তার কাণে—ভাবি সুখের বারতা
দেখিবে হর্ষের ভাব নয়নে বিকাশ।
দিব্য শক্তি তব ধন্য আশা কুহকিনি,
যদিও ছলনাময়ী প্রকৃতি তোমার।
তুমিইগো আজি পোড়া হৃদয়ের কাণে
কহিছ মধুর স্বরে পীযুষ নিন্দিত
"শুনিবে এখন চারু সুখের বারতা।"
আর কি সম্ভবে তাহা—বারতা সুখের
আর কি সম্ভবে কভু দীন ভারতের ?

ভারতের শুভদিন
অনন্ত সময়ে লীন,

অনন্ত সাগর-মগ্ন ভারতের সুখ।
এ ও কি সম্ভবে ? পুনঃ ভারত নিবাসী
হাসিবে হরষচিতে সুখময় হাসি ?
সুযশঃ-কুসুম যার জগতে অতুল,



তাহার কুসুম-বনে কণ্টকের কুল
যে আননে ছিল হাসি
জিনিয়ে শারদ শশী,
বিষম বিষাদ ময় এবে সে আনন।
লুক্কায়িত শশধর, পূর্ণ কলেবর ;
বিরাজে এখন ভীম অমা ঘোরতর।
বিদ্যুতের পূর্ণতেজ যাহার শোনিতে,
পবনের পূর্ণবেগ যাহার বাহুতে,
যার ভীম পরাক্রম
এ জগতে অনুপম,
ধরায় নির্জীব প্রায় সে জন এখন।
নিদারুণ ব্যাধি গ্রস্ত তাহার শরীর,
কেমনে বহিবে তার সুখের সমীর ?
আছে কি এমন কেহ—বিচিত্র কৌশলে
নাশিতে ও ব্যাধ-বল স্বীয় তপোবলে ?
পুনঃ এ নির্জীব দেহ
জীবিত করিতে কেহ
রয়েছে জীবিত কিহে এ ভবমণ্ডলে ?
এ দীন দেশের পুনঃ সাধিতে উদ্ধার
আছে কেহ ? নাই যদি—বৃথা সমাচার।

বৃথা ! নহে সত্য ইহা,—হেরিছি স্বপন,
হয় কি কভু্ঁ ইহা সম্ভব কখন,
হৃদয়-আনন্দকর
শ্রুতিযুগ-সুখকর
সুখময় চারুবার্ত্তা—রহিয়া জাগ্রত
এ দীন ভারতবাসী করিবে শ্রবণ ?
অবিশ্বাস্য--নয় ইহা সম্ভব কখন।
উচ্চশিরে শোভিত যে জন উচ্চাসনে,
প্রণত সমস্ত দেশ যাহার চরণে,
সে যে আজ বীর্য্যহীন,
সে যে পর পদে লীন,
সে যে আজ পর আজ্ঞা করিছে পালন :
সম্ভবে কি কভু তার সুখের বারতা ?
কভু নয়--নয়—ইহা আশার ছলতা !
ছলতা ?—তবে কি ইহা আসা-মায়াবিনি !
কৌশল তোমার—মোর ব্যথিতে পরাণি ?
ওগো দিব্য কুহকিনি।
শুনা'য়ে মধুর বাণী
কি দোষে ছলিয়ে পুনঃ বাড়াও যাতনা ?
বেদনা পীড়িত দেহে নিদ্রিত যে জন,

কেন নিদ্রা ভাঙ্গি তায় ব্যথ অকারণ ?
যদি ভাঙ্গ—বেদনার কর প্রতীকার।
না পার—তাহাকে বৃথা ছলিও না আর।
সমস্ত যাতনা ভুলে
শুইতে নিদ্রার কোলে
দাও তায় অবসর—ডাকিওনা আর।
মায়াবিনি ! বৃথা তব সুধা-বাণী যদি,
কি ফল কুহকে তবে এ পরাণ বধি ?
সত্যই কি বৃথা বাণী মধুর আশার ?
বৃথা যদি—কেন নব লতিকা সঞ্চার
আজি এই পোড়া ক্ষেত্রে ?
কেন ও আকাশ গাত্রে
শোভে আজি সুধাময় নব জলধর ?
নবীন বরষ সহ আশার ঘোষণ
কেন এ নির্জীব দেহে আনিছে জীবন ?
হে নাথ জগত পতি। তুমি দয়াময়,
তাই আজি দয়া তব যাচিছে হৃদয়।
মন্ত্র বলে মায়াবিনী
পুনঃ আশা কুহকিনী
করিল এ মৃত দেহে যে জীব সঞ্চার,

রক্ষ সে জীবন পিতঃ ! দেখি কাতরতা
কর কৃপা—দাও দাসে অভয় বারতা ।*

খলতা ।

কেমনে পাইলি স্থান মানব সমাজে
বিষময়ি রে খলতে ! কেমনে লভিলি
অধিকার, পবিত্র এ মরকত ধামে ?
অতি নিরমল সদা মানস মন্দির
মানবের, কেমনে রে লভিলি প্রবেশ
পাপীয়সি তুই তায় ? জগত মোহিনী
শান্তি, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা, চারু সরলতা
নিবসে যথায় সদা, কেমনে তথায়—
কি সাহসে—বল্ মোরে—বল্ কার বলে
স্থাপিলি আসন তব পাপ কলঙ্কিত !
কি কৌশলে বল্ মোরে, রে পাপ রাক্ষসী !
রঙ্গ ভূমি সেই স্থান এখন তোমার,

---

* ১২৮৮ সনের প্রারম্ভে (১৪ই বৈশাখ) হইতে এই সহর সেবপুর হইতে "চারুবার্ত্তা" নামে পত্রিকা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় ; ঐ প্রথম প্রকাশ সময়ে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল ।

অতুলনা রূপবতী দেব-কন্যাগণ
আনন্দে করিত খেলা যথায় সতত ?
ধিক্ তোকে ! আজি এই অবনী মণ্ডল
দ্বিতীয়া অমরপুরি—বিধাতৃ সৃজিত
অপূর্ব্ব মুরতিমান সুখের নিলয়—
যাতনা দহন দগ্ধ। কলুষ স্থাপিত
বিষম নরক রাজ্যে, হায় পরিণত
তোর তরে নারকি ! এ স্বরগ ভবন।

কল্পনে ! তোমার চারু তুলিকা সহায়ে
প্যার কি আঁকিতে এই ভীষণমূরতি
রাক্ষসীর চিত্রপট ? যার হস্ত সদা
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি সংগ্রহে নিরত—
কোকিলের কুহু রব—ভ্রমর গুঞ্জন—
কুসুমের চারু শোভা—জলদে বিজলি
সাগর-গাম্ভীর্য্য-শোভা—অম্বুদ নিনাদ—
তরু বল্লি সমাকীর্ণ নিকুঞ্জ কানন—
কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা মণি—
প্রণয়-বচন-সুধা—যার উপাদান,
হয় কি তাহার রুচি ভীষণ বিকট
নরক-অনলে কভু ? যে জন সতত

মোহন বাঁশির সুরে মোহিছে জগত,
মোহিছে মানব মন ভাবে মুগ্ধ করি,
শ্রবণকঠোর ঘোর টঙ্কার নিনাদ
লয় কভু মনে তার ? রম্য উপবনে
নির্ম্মল-সলিল-বাহী নির্ঝরের ধারে
লতিকাবেষ্টিত কুঞ্জে পুষ্প শয্যোপরি
বসি সদা অতি সুখে শুনিছে যে জন
কলকণ্ঠ বিহগের মধুমাখা গান,
মরুদেশ কেমন সে পারে কি কহিতে ?
কভু না—পারে না কভু আঁকিতে তোমায়
সরলা কল্পনা বালা, শত দাবানল
হয় একত্রিত যদি, শত ভুজঙ্গের
মারাত্মক বিষ রাশি হয় এক ঠাঁই,
কিম্বা এ জগত মাঝে যত বিষময়
দ্রব্যরাশি হয় যদি একত্র মিশ্রিত,
তথাপি তথাপি অয়ি পাপ প্রসবিনি
খলতে ! না হয় তাহে তুলনা তোমার।
তোমার প্রভাবে সদা মানব সমাজে
জ্বলিছে ভীষণ বহ্নি তোমার(ই) প্রতাপে
অকারণে নর-রক্তে কলুষিতা ধরা।

চলিলাম ।

চলিলাম নাথ ! শূন্য জগত হইতে,
ভুলুক মানব মোরে জনমের মত,
আর না পরাণে সহে যাতনা নিয়ত ।
অভেদ্য আঁধার মাঝে একটি পরাণি,
তা'তে নাই নয়নের মনি,

কেন আসিলাম ?

কেন আসিলাম
সুখ পদ নেহারিতে, অতি হরষিত চিতে,
কুসুম-কানন ভাবি এ গহন বনে ?
কেন আসিলাম হেথা—কহিব কেমনে ?
কেন আসিলাম
হ'য়ে অতি হরষিত, ফল ফুল সুশোভিত
মনোহর উপবন ভাবি মনে মনে
তরু লতা শূন্য এই ভীষণ শ্মশানে ?
কেন আসিলাম
আজি এ জীবিত বেশে—এ ভীম শ্মশান দেশে--
জীবনের এই শেষ অভিনয় স্থলে—
দহিতে জীবিত দেহ চিতার অনলে ?
কেন আসিলাম ?
প্রভাতে বহিল বায়, হাসিল হৃদয় তায়,
ভাবিলাম হেন সদা বহে সমীরণ ;
প্রভাতের সেই ভাব কোথায় এখন ?
কেন আসিলাম ?
ঊষার মোহন ভালে, যে জন শোভিত কালে

রঞ্জিয়া প্রকৃতি রাজ্য সোণার বরণে,
কে জানে সে যাবে অস্ত মধ্যাহ্ন-গগনে ?
কেন আসিলাম ?
যে সুধা সঙ্গীত রাশি শ্রবণ যুগলে পশি
মধুস্বরে এক বার ভুলাইল মন
ঘোর ফেরু-নাদ তাহা—কেজানে এমন ?
কেন আসিলাম ?
দেখিলাম দূর হ'তে, প্রকৃতির চিত্রপটে
যে সুন্দর ছবি খানি নয়ন রঞ্জন
সে যে এ ভীষণ বন কে জানে এমন ?
জানিতাম যদি,
ভাবিতাম যদি মনে, পশিতে হইবে বনে
কাটাইতে কাল হেথা নিরাশার সনে,
তবে কি সুখের আশা পুষিতামমনে ?
জানিতাম যদি,
আনিতে চন্দন কাঠ, ভুজগের বিস দাঁত
পশে দেহে, বিঁধে কাঁটা তুলিতে কমল,
শীতল সলিল মাঝে ভীষণ অনল ;
জানিতাম যদি,
সুধায় গরলবাস, বাঁশিতে মৃগের নাশ,

অশনির জন্ম স্থান বিদ্যুতের কোল ;
তবে কেন হিয়া আজ হইবে আকুল ?
আসিয়াছি যদি,
কি ফল হইবে কাঁদি ? পাষাণে এ হিয়া বাঁধি
যুঝি করমের সনে ; দেখি একবার—
দেখি—সুখ ! দরশন পাইকি তোমার ?
আসিয়াছি যদি,
না গণিয়া ক্ষতি লাভ, না ভাবি বায়ুর ভাব,
ক্ষুদ্র জীর্ণ তরি সহ এ সাগর মাঝে,
না ফিরিব কভু আর মানব সমাজে।
আসিয়াছি যদি,
না হয় ডুবিবে তরি, পশি রত্নাকর পুরি,
দেখিব বিচারি তথা তন্ন তন্ন করি,
ভাঙ্গিব তথায় সুখ ! তোমার চাতুরি।
আসিয়াছি যদি,
স্মরিয়ে পূরব কথা, মরমে ভোগিয়ে ব্যথা,
কেন বৃথা তবে আর কাটাই সময়,
অতীত চিন্তনে বল কি ফল উদয় ?
আসিয়াছি যদি,
ভীষণ শ্মশান মাঝে, ইহার ভিতরে আজ

নিরাশা সহায়ে সুখ খুঁজিব তোমায়,
কি ভয়—কি ভয়, যার নিরাশা সহায় ?
আসিয়াছি যদি,
(নিরাশা সহায় মোর), (চৌদিকে তিমির ঘোর),
তথাপি কি আমি তায় হইব বিমুখ ?
নিরাশার যেই সুখ সেই সুখ সুখ।
আসিয়াছি যদি,
হয় মন্ত্র সাধনীয়, নয় দেহ পাতনীয়
পরখিয়া দেখিব ভাগ্যের পরিণাম,
বৃথা না ভাবিব—হেথা "কেন আসিলাম"।

চলিলাম।

চলিলাম নাথ ! শূন্য জগত হইতে,
ভুলুক মানব মোরে জনমের মত,
আর না পরাণে সহে যাতনা নিয়ত।
অভেদ্য আঁধার মাঝে একটি পরাণি,
(তাতে নাই নয়নের মণি,)
সারাটী জীবন ভরি ভোগিল যাতনা—
এখন সে ত্যজিবে ধরণী।
তাহার আকাশে
না ভাতিল রবিকর,
না হাসিল সুধাকর ;
সামান্য যে তারকাটি থাকি থাকি উঠিত জ্বলিয়ে,
সে ও এবে পড়েছে খসিয়ে।
জগতের যত কিছু গিয়েছে সকল,
একমাত্র সম্বল হৃদয়,
তাহাতেই সুখ উপজয়,
মানস প্রতিমা খানি স্থাপিয়ে তথায়
পুজিয়ে তাহার পা দু খানি,
উদাসীন বিশ্বপানে না দিয়ে নয়ন

অনিমিষে হেরি সে ছাঁদনি ;
তাহাও ভাঙ্গিল।
যেই নিদারুণ বিধি
হরিয়াছে নিরবধি
জীবন রতন রাশি,
কেন সে বা মানিবে বারণ
নাশিতে এ সুখের সদন ॥
মানবের মনে আশা জীবন দায়িনী,
জগতের যাতনা হারিণী,
তেজোহীনে তেজঃ প্রদায়িনী;
জগত মণ্ডলে তার অবারিত দ্বার,
সব ঠাঁই বিদিত তাহার,
বালিময় মরুভুমি, প্রজ্বলিত গিরি,
ভীষণ তরঙ্গ পারাবার।
এ পোড়া জনমে
তার দিব্য দরশন
পাইল না পোড়া মন,
আসিতে নিকটে মম
দেখ চির অন্ধকার তায়
অৰ্দ্ধ পথে গরাসিল হায়!

অতল সলিল তলে মগনা তরণী,
ভাসিতেছি অকুল সাগরে
সপি প্রাণ তরঙ্গের করে ;
একটিও হাত নাহি হ'ল প্রসারিত
তুলিতে এ মগ্ন দেহ খানি ।
অকুলে দেখিয়ে মোরে একটিও তরি
ছুটিল না রক্ষিতে জীবনী,
বক্ষের ভিতরে
সযতনে রাখিয়াছি
সামান্য যে তৃণ গাছি
(অকুলে সম্বল মম),
হায় ! স্রোতঃ নিলরে অচিরে
তাহাকেও ভাসাইয়ে দূরে !
অনন্ত আঁধারে সদা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
কি ফল হইল এ জনমে !
বিধির কি লিখন করমে !
এ জগতে যত কিছু সৃজিলা বিধাতা
কিছুই না বিনা প্রয়োজনে ;
জানিনা কি প্রয়োজন এ পোড়া জীবনে,
জানিনা কি বিধাতার মনে ।

কণ্টকের মাঝে
ভীষণ গহন বনে
নাহি জানি কি কারণে
ফোটে গো কোমল ফুল ছড়া'য়ে সুরভি--অনাঘ্রাত,
নদী বক্ষে কেন
না জানি পলক পরে
মিশিতে সলিল তলে
শোভে গো সলিল বিম্ব ক্ষুদ্র কলেবর—অলক্ষিত,
দহিতে দহনে—
অথবা চরণ তলে
পেষিত হইতে কালে—
জন্মে গো কি হেতু জানি ক্ষুদ্রকীট কুল—অগণিত ;
হতে পারে তাদের (ও) সৃজন
নহে কভু বিনা প্রয়োজন.
নহি ফুল নহি বিম্ব নহি সেই কীট
কেমনে জানিব তাহা।
যে ছার জনম আহা !
লভিলাম ধরাতলে
সেই ভুক্ত জন্ম হেতু না পাই ভাবিয়ে,
অনন্ত আঁধারে রহি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,

কতবার শীলা বৃষ্টি হইল উপরে,
কতবার বজ্রপাত হইল এ শিরে,
কতবার ঝঞ্ঝাবাতে গেলাম উড়িয়ে,
কতবার স্রোত তলে পরিনু ডুবিয়ে,
কতবার নগ্নশিরে তিতিনু শিশিরে,
কতবায় দগ্ধ দেহ তপ্ত রবিকরে,
কতবার পশিলাম গহন কানন,
কতবার দাবানল করিল দাহন,
কতবার অগ্নিকুণ্ডে হইল পতন,
বুঝিতে নারিনু তবু—কেন এজীবন!

এভীম কান্তারে,
এঘোর আঁধারে,
একটু আলোক নাই,
একটি দোসর নাই,

একটু শবদ নাহি পরশে শ্রবণ,
একটু সুখের বায়ু বহেনা কখন,
বুঝিনা—এশূন্য স্থলে কেন এজীবন?

হায় বিশ্বপতি!
এই যদি জীবনের গতি,
—বিনা প্রয়োজনে

এশূন্য ভবনে
শূন্য মনে বিচরণ—
পোড়া জীবনের যদি এই পরিণাম,
তবে আর নহে, নাথ ! এই চলিলাম ।

———

সলিলে কুসুম।

নয়ন ফিরায়ে দেখ, সুন্দর কুসুম এক
মরি কি বিষাদ ভরে শ্রোতে ভেসে চলেছে।
কে হেন রূপের ডালি, হৃদয়ের প্রেম ভুলি,
অনন্ত স্রোতের কোলে ভাসাইয়ে দিয়েছে!
উলটি পালটি হায়, ভেসে ভেসে চলে যায়,
বেগভরে জলতলে ডুবিতেছে কখন,
মরি কি যাতনা, আহা, কে সহিতে পারে ইহা,
ফুল্ল পারিজাত অই বারিতলে মগন।
তর তর তর তর বহিতেছে খরতর
অনন্ত প্রবাহে শ্রোত ছুটাছুটি করিয়ে;
উ'ঠিছে তরঙ্গমালা, হই'ছে ভীষণ খেলা,
অকুল পাথারে ফুল চলিয়াছে ভাসিয়ে।
ভাসিতেছে অনুক্ষণ, বহিতেছে সমীরণ,
দেখ সব দিক্ তার ঢাকিয়াছে তিমিরে,
কোমল পাপরি রাশি হায়রে পড়ি'ছে খসি
দেখিয়ে উহায় কার পরাণ না বিদরে।
যাবত না হয় লীন সারা রাত সারাদিন
এমনি অকুল স্রোতে ভাসিয়ে সে চলিবে,

কে আছে জগতে, হায়, ভুলিয়ে লইবে তায়,
 কে আছে জগতে তার দুখরাশি নাশিতে।
মুখ খানি অবনত নেত্রযুগ নিমীলিত
 দেখ দুখে অবিরত অভিভূতা ললনা ;
হায়রে হৃদয়ে তার কতই সহিবে আর,
 দিবে গো তরঙ্গকুল কত আর যাতনা।
এ বিশাল ধরাধামে বিধি কি হে তার নামে
 সামান্য একটু স্থান রাখে নাই কখন।
এ হেন সুরূপ রাশি সলিলে যাইবে ভাসি
 এই কি সে নিরদয় বিধাতার লিখন।
দুখে বুক ফেটে যায়, ছিল না কি কেহ, হায়,
 এ সুন্দর ফুল খানি কণ্ঠ মাঝে রাখিতে,
নাই কি জগতে কেহ হেরি এ কোমল দেহ
 হৃদয়ের শোকময় অশ্রু জলে ভাসিতে।
জগতে কেহই, হায়, এর তরে নাহি ধায়,
 ভাবে সবে দিবা নিশি আপনার ভাবনা।
সতত মলিন মুখে ভাসিতেছে এ যে দুখে,
 হায় রে কেহ না বুঝে সে দুখের বেদনা।
ইহার মরম ব্যথা, হৃদয়ের গূঢ় কথা
 কে জানিবে, কে হেরিবে এমলিন বদন,

নাই সে বিমল হাসি, নাই সে সুরভি রাশি,
বিষম বিষাদে এর নিমীলিত নয়ন।
দিব্য রূপ পরকাশি কতনা কুসুম রাশি
কানন পাদপোপরি রহিয়াছে ফুটিয়ে,
কেন তার মাঝে, হায়, এমন সুন্দর কায়
রহিতে নারিল জিন পরিমল ছুটায়ে।
কোমল পরাণে তার সহে সে যে দুখভার
সে দুখ জীবনে ধনি ভুলিতে কি পারে গো।
বিনা সেই দুখ ভার সম্বল কি আছে তার
আশা হীন শূন্য ময় এ জীবন মাঝে গো।
যে বিষম অন্ধকার ঘেরেছে হৃদয় তার
কি আছে জগতে যাহা পারে তাহা নাশিতে,
ভুবন আলোককর তপন চন্দ্রমা কর,
আঁধার হৃদয়ে তার পারে কিগো পশিতে।
হাসিবে সকল দৃশ্য, হরষিত হবে বিশ্ব,
মধুর গাইবে কেহ, কেহ তাহা শুনিবে;
আলোক পাইয়ে ধরা হইবে পুলকে ভরা,
উহার দুখের ভরা কিছুতে না কমিবে।
মৃদু মৃদু দোলাইয়ে সুখে মন ভুলাইয়ে
একদিন যে অনিল ফুটাইল তায় গো,

দূরগত সেই দিন, বায়ুর সাগরে লীন

সে বায়ু হিল্লোল, আর ফিরিবেনা হায় গো।

সুখের জগত হতে সবলে বিষাদ স্রোতে

নিঠুর সময় তায় ভাসাইয়ে নিয়েছে,

নাই বিরামের ঠাঁই, এগতির শেষ নাই,

অনন্ত প্রবাহে তাই ভাসিয়ে সে চলিছে।

জগতে যেজন হায়, করিয়ে যতন তায়

একদিন হিয়া মাঝে রেখেছিল যতনে,

এবে সে গিয়েছে চলি, আর সে না লবে তুলি,

জলে ভাসা বিনা, ফুল! গতি কি এজীবনে?

পূর্ণিমায় অমানিশি।

একি এ ঘটিল হায় দেখিতে দেখিতে !
কত না হরষে মাতি তৃষিত নয়ন মোর
ভূলোক ছাড়িয়ে সেই আলোক হেরিতে,
উজ্জল চাঁদের করে হিয়া উজলিতে,
হৃদয় দিয়েছে সপি ভাবেতে হইয়ে ভোর
কে চাঁদ গ্রাসিল মোর সে সুখ ভাঙ্গিতে ?

চাঁদের আলোকে ধরা ছিলরে উজ্জল,
হঠাৎ হইল এ কি ? যে দিকে ফিরাই আঁখি
কেবল আঁধার দেখি—আঁধার কেবল।
কে দায় ঘটালে হেন প্রকাশিয়ে বল।
,ধরণীর মুখ হইতে এ সুন্দর হাসি খানি
মুহূর্ত্তে আসিয়ে কে গো হরিয়ে লইল ?

মানব ঘুমের ঘোরে হেরে গো স্বপন,
বিধি কি করিবে দয়া এওকি তাহাই হবে,
এ বিষম দায় কিগো ঘুচিবে কখন ?
নানা—তা এ ধরা মাঝে হয় না কখন।
সুখের ঘটনা যত হয় তা স্বপনে নত,
দুঃখের প্রভুতা রহে যাবত জীবন।

দেখ দেখরে মায়ের কিবা মলিন বদন,
দারুণ তিমির জালে আবৃত হৃদয় তার,
বেশ আলু থালু, শ্বাস বহিছে সঘন।
কে হায়! তোমায় দেবি, করিল এমন।
বিফলে নয়ন বারি নিশার শিশির হেন
তিতায়ে ধরণী আহা! ফেল অনুক্ষণ।

এস হে দুঃখিনী কহি দুখের কাহিনী।
কহি এ মনের মাঝে কত কি পুষিছি সদা,
কত কি নীরবে বসি ভাবিছি আপনি।
দুখী বিনা কে বুঝে গো দুখের বয়ানি।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হেরিছে যে জন সদা
আমার যাতনা সে না বুঝিবে কখনি।

অই পুনঃ কাঁদে মাতা বক্ষ প্রহারিয়ে,
সকরুণ আর্ত্তনাদে শিহরি উঠিছে ধরা
দেখ দেখ সুখ তরি গেলরে ডুবিয়ে,
কাল স্রোত রত্ন রাজি লইছে হরিয়ে।
এ পূর্ণ জগত তার হায় কাল নিরদয়
শূন্য ময় তমো মাঝে যাইছে ফেলিয়ে।

কত না যতনে মাতা আপন উরসে
দ্বিতীয় বিমলচন্দ্র স্থাপিয়ে মনের সুখে
আকাশের পূর চাঁদ হেরিত হরষে ;
নীরব গগন ইন্দু, বাক্য সুধারসে
কোলের চন্দ্রমা তার অপ্লুত করিত হিয়া,
হাসিত জননীচিত সে সুখ পরসে।

হায়। জননীর আজি কোথা সে রতন,
সে অতুল সুখ তার কোথায় গেলরে চলি,
কে তার আঁধার হায়, করিল নয়ন।
দেখ তমোময় তার জগত এখন,
জনমের মত তার নিভিয়া গেলরে আল,
হায়রে বিধাতঃ। তোর বিধান কেমন।

প্রতিদিন কত আশা উপজে অন্তরে,
বাড়ে গগনের চাঁদ আশাও তাহার সনে
জীবন আকাশে শোভে পুষ্ট কলেবরে,
কেমনে হঠাৎ পুনঃ মিসে সে আঁধারে।
দেখিতে অমনি, হায়, কেমনি সে চলি যায়
পূর্ণিমায় অমানিশি ঘটায়ে অচিরে ॥

উন্মাদ।

স্বভাবে হইয়ে ভোর দেখ কেও চলিছে।
বরষার বারিরাশি, সরদের চারু শশী,
বশন্ত-কুসুম-শয্যা একভাবে হেরিছে।
আলোক আঁধার দুই সমান সে দেখিছে।
হৃদয়ের ভাব যত নহে কার অনুগত
আপনি আপনা মনে হরষিত হইছে;
ধরায় উহার মত কেবা সুখ লভিছে?

ভাবে না এ মহাসুখী জগতের ভাবনা,
বাসনার তৃপ্তি তরে দুখের চরণে পড়ে
সহেনা সহেনা কভু হৃদয়ের বেদনা;
সহেনা এ জন কার পদাঘাত যাতনা।
তাহার নয়নোপরি আশা-দরপণ ধরি
ছলেনা তাহাকে কভু জগতের ছলনা,
ধরায় এ হেন কেবা মহাযোগী বলনা?

প্রতিক্ষণে হিয়া তার কত খেলা খেলিছে,
কভু বসি তরুমূলে হৃদয়ের কুতুহলে
সুকণ্ঠ বিহগ সনে সুললিত গাইছে,
মনোহর ধ্বনি তার বায়ুপথে ধাইছে।

না জানি কি হলো মনে বসি পুনঃ যোগাসনে
আকাশ পাতাল গনি কত কিবা ভাবিছে,
হৃদয় তাহার যেন কাহাকে বা খুঁজিছে।

খুজিল যাহাকে তার দেখা নাহি পাইল :
মরমে লাগিল ব্যথা, অই শোন কত কথা
জগতের জীবগণে ডাকিয়ে সে কহিল;
কিন্তু হায়, তার পানে কেহ নাহি ফিরিল।
জগতের জীব যত; আপনা বিষয়ে রত,
তার উপদেশ কথা কেহ নাহি শুনিল
কি যে ভাব তার মনে কেহ নাহি বুঝিল।

নিকটে একটি পাখী বায়ুভরে উড়িল ;
হরষ হইয়ে তায় বার বার ডাকি তায়,
মরমের কত কথা মনখুলি বলিল ;
অবোধ বিহগী তাহা কিছুই না বুঝিল।
বনের কুসুম সনে কত কথা এক মনে
কহিল্লে যতনে তায় হৃদয়েতে লইল,
আদর করিয়ে তায় কতবার চুমিল।

দিনমনি দিবাশেষে অস্তাচলে চলিল,
পাখী সব ত্বরা করি, যাপিবারে বিভাবরী ;

সুখে ঘুমাইতে নিজ কুলায়েতে ধাইল ;
গম্ভীর তিমির ক্রমে ধরাধাম ঢাকিল।
আঁধারে শরীর ঢাকি আঁধারে মেলিয়ে আঁখি
তাহার হৃদয় গেহে ভাব রাশি জাগিল,
ভাবুক ভাবের পদ প্রাণ ভরি সেবিল।

বাসেনা মনের ভাব রাখিতে সে কপটে ;
বদনে হৃদয়ে তার সদাসম ব্যবহার,
এ হেন সরল আর কেবা আছে মরতে,
কেবা হেন সদাসুখ লভে এই জগতে ;
কে হেন শকতি ধরে তুচ্ছ করি চরাচরে
ধরণীর সীমা রেখা ছাড়াইয়া যাইতে,
কেবা হেন স্বাধীনতা লভে এই মরতে।

জগতে কোথায় তার হৃদয়ের তুলনা,
আকাশ পাতাল ধরা, তপন চন্দ্রমা তারা
ত্রিদিবের সুখ রাশি, নরকের যাতনা,
একত্র মিশ্রিত হেন আর কোথা বল না।
কে হেন শকতি ধরে আকাশে মন্দির গড়ে,
সম্ভবে কাহার হেন হৃদয়ের ধারণা।
ধরায় কে ভাবে হেন সুখময় ভাবনা॥

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠির ।

শোভেনা এ হেন কথা তোমার বদনে,
ভীমসেন ! তুমি বীর-কুল চূড়া মনি ।
পরাভূত ভাই তব চিত্রসেন রণে,
শায়িত সমর-ক্ষেত্রে কৌরব সেনানী,
হেন অপমান কথা কি হইবে আর ।
ক্ষাত্র-তেজ ধরি সহ হেন সমাচার ?

যদিও দিবস নিশি পাণ্ডবের সনে
সাধে বাদ সেই ভ্রাতা, সভার ভিতরে
যদিও সে কুরুপতি মম অপমানে
ভাবে সুখ ; তবু যবে গন্ধর্ব্ব সমরে
হস্তিনার রাজা আজি হয় পরাজিত,
কেমনে ক্ষত্রিয় ভ্রাতা রহিবে নিদ্রিত ?

ঐ শোন চিত্রসেন রাজ-পত্নী গণে
লইছে হরিয়ে বলে, সহে কি পরাণে
এ কুলকলঙ্ক কথা, সাজ শীঘ্র রণে—
হও বদ্ধ পরিকর—ভ্রাতৃ পরিত্রাণে
নাম রাখ ক্ষত্রিয়ের, ভ্রাতার জীবন
ভ্রাতার উদ্ধারে কর সার্থক এথন ।

যদিও তাহার (ই) তরে আমরা বিপদে,
তথাপি ভুলনা বৎস কুলের মর্য্যাদা।
জ্ঞাতিভেদ—বৈর ভাব হয় পদে পদে,
বিষম কলহ কত ঘটিতেছে সদা,
তবু যবে কুল শত্রু করে আগমন
পঞ্চোত্তর শত ভাই দেখিবে ভুবন।

শতবার বিষপান করাক তোমায়,
শতবার যতুগৃহ দহুক দহনে,
শতবার রাজ্য নিক ছলিয়ে পাশায়,
অজস্র যাতনা দিক্ সহস্র ছলনে,
যে ভাই সে ভাই তব না হবে অন্যথা।
যাও বীর! ত্বরা দূর কর তার ব্যথা।

শৈশবে যাহারা সদা একত্র পালিত,
গুরু গৃহে সদা যারা একত্র শিক্ষিত,
হবে নাকি তারা পুনঃ এবে একত্রিত,
কুলের গৌরব তরে? রবেকি নিদ্রিত?
একের বিপদে অন্য ক্ষত্রিয় শোণিত
কেন না সমর ক্ষেত্রে হইবে পতিত?

একত্রে শিখেছ যেই অসির চালন,
একত্রে শিখেছ যেই শরের সন্ধান,
পুনঃ সে বিচিত্র শিক্ষা দেখাবে এখন
একত্রে সমর ক্ষেত্রে, গন্ধর্ব্ব পরাণ
ক্ষত্রিয় হুঙ্কারে আজি হউক কম্পিত,
ক্ষত্রিয় বাহুর মান হউক রক্ষিত,

ভুল হে শাত্রব ভাব, চলহে সমরে,
বদ্ধ ভ্রাতা পর করে, কর তায় ত্রাণ,
পশিবে ক্ষত্রিয় তেজ গন্ধর্ব্ব নগরে,
জানিবে তাহারা ক্ষাত্র তেজের সন্মান.
দেখিবে অনন্ত বিশ্ব মেলিয়ে নয়ন
ভ্রাতৃ-দ্বেষী ক্ষত্রকুল না হয় কখন।

অজ্ঞেয় জগতে তুমি, হও সঞ্জীভূত,
হ্রিয়মান সুযোধনে কর হে উদ্ধার,
গান্ধর্ব্ব শোণিতে কর ধরণী আপ্লুত
হউক সুযশঃ তব জগতে প্রচার,
ভ্রাতার-জাতির মান করিতে রক্ষিত
হউক বীরের অসি শোণিতে রঞ্জিত

মগ্ন তরু।

এক দিন কত মনের হরষে,
  দাঁড়াইয়ে সুখে তটিনী তীরে,
ধরিয়াছ চারু বেশ অনুপম
  হরিৎ কিরীট স্থাপিয়ে শিরে ;
মৃদু স্রোতস্বতী কুল কুল স্বনে,
  মৃদুল পবন বিনত বচনে,
সুকণ্ঠ বিহগ মধুর কূজনে,
  শুনায়েছে তোমা মধুর গান,
কতই আনন্দে হেলিয়ে দুলিয়ে,
  গরবে আকাশে মাথাটি তুলিয়ে,
হরষে মাতিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে,
  শুনেছ রঙ্গে সে ললিত তান।
এখন সে দিন তব কোথা তরু রাজ !
কোথা লুকাইল তব সুখের সমাজ।
তোমার চরণ তলে, হৃদয়ের কুতুহলে.
ঢালিয়াছে রঙ্গে অঙ্গ যেই সুরঙ্গিনী,
কোথা সে এখন তব সুখের সঙ্গিনী।
হাসিয়ে হাসিয়ে আসি, জেন মধুর হাসি.

কাটাইল তব পদে রঙ্গে এত কাল,
সে হেন বধেরে প্রাণ হায়রে কপাল !
মৃদুল পবন ভরে, তাহার হৃদয়পরে
হিল্লোল-বসন খানা খেলিত যখন,
কি আনন্দে হিয়া তব নাচিত তখন।
কে জানে এ হেন সাথী নাসিবে জীবন।
প্রণয়ের পরিণাম এই কি তোমার ?
এই কি তোমার সেই পিরিতির সার ?
সাধে পত্র ফুলে মঞ্জু কুঞ্জ সাজাইয়ে,
যতনে কুসুমে শয্যা রচিয়ে তাহায়,
সুধীর সমীর সনে, সুতান তুলিয়ে,
নাচাইয়ে পাখীকুল শাখায় শাখায়,
যার তরে প্রাণ ভরে হাসিলে এমন,
কে জানে সে জন তব নাশিবে জীবন।
কে জানে সুধার ভাণ্ড গরল নিদান।
কে জানে কুসুমগুচ্ছে উলঙ্গ কৃপাণ ॥
আজি স্রোতস্বিনী বহে ভীম নাদে।
বধির শ্রবণ তাহার শবদে ॥
নিন্দিয়ে বাঁশীর মধুর স্বনন
মধুর মধুর গাইয়ে গাইয়ে,

নিন্দি মনোহর নূপুর নিক্কণ
শ্রুতিসুখকর শবদ ভুলিয়ে,
নিন্দিয়ে বিশাল স্বচ্ছ দরপণ
শান্ত সুবিমল মূরতি ধরিয়ে,
নিন্দিয়ে শীতল মলয় পবন
মৃদু মৃদু সদা বহিয়ে বহিয়ে,
চলেছে যে জন সে জন এখন
করাল মূরতি করেছে ধারণ।
পড়িয়াছ সেই কাল গ্রাসে আজ।
আর হে নিস্তার নাই তরুরাজ॥
ফুরাইল আজি রূপের ভাণ্ডার,
ফুরাইল যত মনের আশ,
ডুবিল ডুবিল গেল এই বার।
ভাঙ্গিল সাধের নিকুঞ্জ বাস॥



আমার এ সাধের তারকা!

বহু দূরে যদিও এখানে,
তথাপি তোমার মুখ পানে
অনিমিষে চাহিয়ে রয়েছি,
কতই কি হৃদয়ে ভাবিছি,
পার কি বুঝিতে তাহা গো।
সহস্র যোজন দূরে তুমি,
তব তরে কি যে ভাবি আমি,
কত কি যে পুষি মনে মনে,
তুমি তাহা বুঝিবে কেমনে,
কেহ নাহি বুঝে যাহা গো॥
ভাসিতেছি সলিল উপরি,
স্রোত মাঝে ভাসাইয়ে তরি,
ঢাকিতেছে ধরণী তিমিরে,
বহিছে প্রবল বায়ু শিরে,
এ নয়ন কিছু না হেরিছে।
এ নয়ন কিছুই দেখে না,
জগতের কিছু সে চাহে না,
অই যে জ্বলিছে মিটি মিটি

বহু দূরে উজল হীরাটি
অই মাত্র নয়ন চাহিছে।
দেখেছে সে খুজে ত্রিভুবন,
দেখেছে সে কুবেরের ধন,
কোথাও সে এমন রতন
দেখে নাই হৃদয় রঞ্জন,
অনিমিষে তাই সে হেরিছে,
তাই আজি ভুলিয়ে সকল
জগতের যাতনার বল,
অসীম কান্তার মাঝে পশি,
অনন্ত সলিলোপরি ভাসি,
মন মোর তাহাকে ভাবিছে।
বড় আশা করিয়াছি মনে
সুখী রব তব দরশনে,
হেরি মম প্রাণের তারাটি
কাটাইব এ দিন কয়টি,
হবে কিগো বিধি অনুকুল ?
দশদিক আঁধার আমার
তুমি মম জীবনের সার,
তোমার ও আলোক উজল

একমাত্র আশার সম্বল,
কি আছে জগতে এর তুল।
বহু দূরে রয়েছ ফুটিয়ে
এ হৃদয় নাচিছে হাসিয়ে,
এ হৃদয় জড় দেহ ছাড়ি
ধাইছে অলোক বেশ ধরি
তোমার পরশ লাভ আশে ;
এস রাখি বুকের ভিতরে।
অই দেখ গগন উপরে
কি ভাবিয়ে কাল মেঘ গুলি
ঘুরিছে করাল মুখ খুলি,
এখনি ফেলিবে তোমা গ্রাসে।
যায় অস্ত চন্দ্রমা তপন,
কিছু তাহে ভাবেনা এ মন,
হাসে না সে তাদের উদরে,
কাঁদেনা সে তাদের বিলয়ে
তুমি তার জীবনের গতি।
মেঘ-কুল আবরে তপন,
ঢাকি রাখে চাঁদের কিরণ,
এজগৎ রাখুক সে ঢাকি,

আমি যেন তব মুখ দেখি—
তব চারু নয়নের জ্যোতিঃ।
শেষ করি আপনার কেলি
জগতের লুকায় সকলি,
তুমিও কি সেরূপ লুকাবে,
পরাণ কি তোমায় হারাবে?
তুমিও কি পড়িবে গো ঢাকা?
কত কিযে ফুটেরে গগনে,
কাজনাই তাহে এ পরাণে,
যাক তারা—ডুবুক এখনি,
যেওনা যেওনা প্রাণমণি,
আমার ও সাধের তারকা!

নিরাশ প্রণয়ী।

ধীরে ধীরে ধীরে অই মধুর সংগীত,
কেনরে পশিয়ে মম শ্রবণ-বিবরে
জীবহীন এ হৃদয়ে আনিল জীবন?
বাড়াইয়া ব্যথা পুনঃ মরমে মরমে,
কেন সে কাহিনী আজি আসিল এ মনে?

ডুবাইতে যে মূরতি বিস্মৃতি-সলিলে
যতন করিনু এত, প্রতিরূপ তার
স্মৃতি-পটে পুনঃ কেন হইল অঙ্কিত ?
মরমের যে অনল করিতে নির্ব্বান
প্রয়াস পাইনু এত, কেনরে এখন
পোড়াতে মরম মোর জ্বলিল আবার ?
একদিন অবজ্ঞার নিরদয় কর
যে তন্ত্রীর তন্ত্র-কুল ছিড়িয়াছে বলে,
লাঞ্ছনা-বিকল সেই ভগন বীণায়
কেনরে পরশ আজ, কেন পুনঃ তায়
মধুর সংগীত আশে স্বরের মিলন ?
কেন এই নিপীড়িত নীরস হৃদয়ে
যতনে হইল পুনঃ সলিল সঞ্চার ?
এ ঘোর শ্মশানে মোর ক্ষণিকের তরে
কুসুম সৌরভ কেন আসিল আবার ?

জানি আমি—রবি-করে হইতে মলিন,
অথবা নিঠুর পদে হইতে দলিত
জনমে ফুলের কুল, কজন জগতে
এ হেন ধনের জানে উচিত আদর,
কজন হিয়ায় তায় রাখে গো যতনে ?

কেন তবে—কি আশায়—এমন রতনে—
এমন সাধের ফুলে—সাধিনু যতন ?
কেন তবে একমনে ভাবিয়াছি সদা
সাধিতে তাহার চারু কোমল বিকাশ ?
কোথায় আমার সেই হৃদয়-প্রসূন,
কোথায় রহিল সেই যতনের ধন ?
হায় বিধি ! কেন হেন স্বর্গীয় কুসুম
ধরায় পঠালে দিয়ে হেন পরিণাম ?

তিমির প্রভাব হেতু আলোক প্রকাশ,
অশনি পতন তরে বিজলীর ছটা,
কেনা জানে—কেনা জানে প্রণয় নিশ্বাস
বিষম বিরহানল জ্বালাতে কেবল।
কেন তবে একবারে ভুলি পরিণাম
করিনু যতন এত লভিতে রতন ?
শুনিয়াছি শতবার উপদেশ কথা
"যতনে রতন পায়"—কোথা সে রতন ?
কোথা মম যতনের কুসুম-সুরভি ?

বিচারিয়ে মনে মনে জগতের ভাব
যখন এ পোড়া মন লভিল চেতনা,
আশাকে বিদায় দিনু প্রবোধ বচনে

তখনি ধরিয়ে তার যুগল চরণ।
নিরাশার খরধার কাটারি আঘাতে
তখনি নিঠুর ভাবে বক্ষ বিদারিয়া
হৃদয়-রতন-রাজি ফেলিয়াছি দূরে।
ভাবময়ী যে দেবীর পূজিতে চরণ
অশেষ যতন মোর, তখনি তাহায়
শূন্য করি আমার এ হৃদয় মন্দির—
—এই ক্ষুদ্র বিশ্ব মোর করি শূন্যময়,
আসিয়াছি বিসর্জ্জিয়ে বিস্মৃতি সাগরে।
কেন তাঁর কথা পুনঃ আসিল এ মনে,
কে পুনঃ স্মৃতির পটে আঁকিল তাহায়?
জানি আমি এ জগতে সকলি নশ্বর,
প্রখর তপন হ'তে জোনাকের পাঁতি—
বিশাল সাগর হ'তে ক্ষুদ্র নির্ঝরিনী—
সকলি বিনাশ-কর কালের অধীন।
এখনি দেখিনু যারে মেলিয়ে নয়ন
পলকের আড়ে পুনঃ হারাই তাহায়।
কিন্তু হায়! যাহার এ অখিল জগৎ
খেলার খেলনা মাত্র—পলকে যেজন
ভাঙ্গিছে গড়িছে কত—আবার গড়িছে—

আবার ভাঙ্গিছে কত আপনার মনে,
শুভ্র-কায় অভ্র-ভেদী গিরিরাজ চূড়া
সামান্য আদেশে যার পঙ্গু পদানত,
প্রচণ্ড তরঙ্গ-ময় গভীর জলধি—
ফেণ চূড় ঊর্ম্মি-মালা—যাহার আদেশে
মুহূর্ত্তে বালুকা মাঝে হয় লুকায়িত,
তেজোময় গ্রহরাজে করিয়ে বেষ্টন
অসীম বিমান পথে যেই গ্রহ-শ্রেনি
জ্যোতির্ম্ময়—ঘুরিতেছে অবিরাম গতি,
অগণিত যেই দিব্য আলোক-মণ্ডলী
একটি আদেশ বাক্য পালিতে যাহার
চির অন্ধকারে পুনঃ হইবে বিলয়,
জীব কোলাহল পূর্ণ মেদিনী মণ্ডল
অশেষ আশার সহ করিছে নির্ভর
সামান্য নিশ্বাসে যার—পারে না কি কভু
সাধিতে সে মহাকাল—স্মৃতির বিলোপ।
বিনাশি জগত যেই বিধাতার লিখা
ফেলিছে পুঁছিয়ে, হায়, পারেনা কি কভু
পুঁছিতে সে কাল এই সামান্য লিখন ?
সামান্য লিখন ইহা ?—অসীম জগতে

না পাই খুঁজিয়ে কভু তুলনা যাহার,
জনম যাহার কোলে এ বিশ্ব মণ্ডল
লভিয়াছে—যার বলে রক্ষিছে জীবন,
কিছার নক্ষত্র রাজি—কিছার চন্দ্রমা—
হীন প্রভ তেজোময় ভাস্কর কিরণ
যাহার আলোক ময় স্বর্গীয় চরণে,
দূরে থাক্ তমোময় পাতাল ভবন—
দূরে থাক্ মর্ত্ত্য ধাম—ত্রিদিব যাহার
অনুপম জ্যোতি বলে সদা আলোকিত,
সামান্য কে কহে তাহা? সেই অনুপম
স্বর্গীয় প্রেমের আভা হৃদয় ফলকে
আঁকিয়াছে যেই চিত্র—কে আছে জগতে
ভাবিতে কখন তায় সামান্য লিখন?
একবারে শত শত শত ভুকম্পনে
মুহুর্ত্তে মেদিনী যদি যায় রসাতলে,
সহস্র কুলিশ যদি বিদারে গগন,
সাগরের ঊর্ম্মিমালা ধাইয়ে আকাশে
চন্দ্র সূর্য্য ছায়াপথ নক্ষত্র নিচয়
নিমিসে কখন যদি ফেলে নিজগ্রাসে,
সেই দিব্য প্রেমময়ী শক্তির আসন

কভু না টলিবে হেন মহান্‌ প্রলয়ে ;
কিসে তবে চিত্র তার সামান্য লিখন ?
সমস্ত বারিদ রাশি করিয়ে সহায়
যদি এই পৃথিবীর বারিধি মণ্ডলি
অনন্ত শকতি বলে করে আক্রমণ,
সহস্র বৎসর যদি হয় অপনীত,
নারিবে ধুইতে তার একটি বরণ।
অক্ষুন্ন রাখিবে স্মৃতি প্রেমের মূরতি।
কে পারে ভুলিতে তাহা ? বালির বন্ধনে
স্রোতস্বতী স্রোতোরোধ যদিও সম্ভবে,
পারে যদি কভু কেহ বাঁধিতে অনল
সহায়ে কার্পাস রজ্জু, নারিবে কখন
যতনে সাধিতে প্রেম-স্মৃতীর বিলোপ ॥

চিতানল।

ধুইয়ে ধুইয়ে তটিনীর তট
কল কল রবে বহিতেছে স্রোতঃ,
বহিছে—ধাইছে অজস্র প্রবাহে—
মিশিতে বিশাল সাগর সনে ;

সময়ের স্রোতঃ—খেলিতে খেলিতে
কত জল বিম্ব তুলিতে তুলিতে
কতই দেখিতে দেখিতে নীরবে
চলিছে অনন্ত কালের পানে।
স্বন্ স্বন্ স্বন্ শবদ তুলিয়ে,
পল্লবিত তরুশাখা দোলাইয়ে,
নদীবক্ষে কত তুলিয়ে হিল্লোল,
বহিছে সমীর একই মনে ;
একই হৃদয়ে না জানি কোথায়
চলিছে ছুটিয়ে লভিতে কাহায়,
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ হইছে নীরব
না জানি চাহিয়ে কাহার পানে।
অনন্ত আকাশে তারকা নিচয়
একে একে একে হইছে উদয়,
হীরক মালায় সাজাতে গগন
ছড়াতে চৌদিকে হীরক-জ্যোতিঃ ;
ছিন্ন মেঘ খণ্ড আসিয়ে কখন
ঢাকিতেছে সেই অস্ফুট কিরণ,
আবার কখন পবনের বেগে
এদিক্ ওদিক্ চলিছে ছুটি !

ছুটিয়ে ছুটিয়ে আবার সে ঘন
ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়ে কখন
দেখিতে দেখিতে ফেলিছে ছাইয়ে
অধিক আঁধারে গগন দেশ,
কভু অস্তগামী রবির কিরণে
ক্ষণিকের তরে লোহিত বরণে
রঞ্জিয়ে শরীর, অমনি আবার
ধরিছে অধিক মলিন বেশ।
দেখ হে পথিক! দেখ নিরখিয়ে
হেন কালে'ও কি উঠিছে জ্বলিয়ে,
রহিয়ে রহিয়ে জ্বলিছে;—আবার
নিভিছে—আবার জ্বলিছে দেখ,
কখন বা শিখা করিয়ে বিস্তার
কখন সম্বরি বেগ আপনার
কখন বা দেখ নিভি নিভি করি,
জ্বলিছে সৈকতে—আলোক এক;
কিসের আলোক্—জান কি পথিক্?—
কিসের আলোক্—জ্বলিছে ওদিক্?
কিসের আলোক্—কেন নদী তটে
রহিয়ে রহিয়ে উঠিছে জ্বলি?

নাহি জান যদি—হইবে জানিতে,
এক দিন দেহ ঢালিবে উহাতে,
এক দিন সেই মহান্ আলোকে
ভাবনা তিমির যাইবে চলি।
বিশাল জগতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
দিবস রজনী খাটিতে খাটিতে,
অবসন্ন যবে হইবে শরীর,
তেজোহীন হবে নয়ন-জ্যোতিঃ,
জটিল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে,
হৃদয় যখন কাঁপিতে কাঁপিতে,
হেরিবে চৌদিকে আঁধার কেবল,
এই আলো তব হইবে গতি।
বাহিয়ে চলিতে সময় সাগর,
বিশ্ব আঁধারিয়ে ঘন ঘটা ঘোর
গর্জিবে যখন, ভীম প্রভঞ্জন
সংহার মূরতি ধরিবে যবে,
সমরৌদ্রবেশ করিয়ে ধারণ
চৌদিকে তুলিয়ে তরঙ্গ ভীষণ
পলকে পলকে চাহিবে গ্রাসিতে
ক্ষুদ্র দেহ-তরি তোয়ধি যবে,

একে একে একে সকল বন্ধন
ভীম বায়ু বেগে ছিঁড়িবে যখন,
তরঙ্গ আঘাতে বিদরিবে যবে
তরণীর যত মরম স্থান,
তখন—তখন—এ আলো নাবিক,
হইবে তোমার প্রাণের অধিক,
এই দীপ স্থান * তখন তোমায়
যাতনা হইতে করিবে ত্রাণ !
প্রেমের মূরতি করিয়ে স্থাপন,
পারিজাত দলে পূজিয়ে চরণ,
দেহ মন দিয়ে বলি উপহার
যদি না লভিয়ে থাক হে বর ;
ভীম প্রভঞ্জন, অশনি পতন,
ভুজগ দংশন, কানন দহন,
তুচ্ছ যার তরে, সে যদি আঁধারে
রাখে হে তোমায় প্রেমিক বর !
এই আলো বিনা কি আর সক্ষম
নাশিতে নিরাশা তিমির বিষম ?
তব শূন্য ময় জগত মন্দির

* Light House.

কি আর করিবে আলোকময় ?
আশার প্রদীপ ?—সে দীপ সে দিন
হইয়াছে চির আঁধারে বিলীন,
হায়রে, যে দিন মাথার উপরি
নিরাশা পবন প্রবল বয়।
যশস্বিন্ ! যদি যশের সৌরভ—
মাননীয় ! যদি মানের গৌরব—
ঈর্ষ্যা প্রণোদিত অসূয়া কৌশলে
বিনষ্ট তোমার জন্মের মত ;
হৃদয় বধুঁর প্রিয় দরশন
দেবরূপ, যদি হয় হে কখন
আশ্রয়বিনাশী বিষধর সম
হলাহল ময় প্রকৃতি গত ;
বলহে পথিক্ ! কোথা তবে আর,
ঘোর অভিভূত হৃদয় তোমার
লভিবে শান্তির বিমল কিরণ,
ভেদি জগতের তিমির জাল ?
কোথাও না খুজি শান্তি লাভ তরে
পাইবে হে স্থান এ ভব ভিতরে,
তাই হেন স্থলে করুণা প্রকাশি'

পবিত্র আলোক জ্বেলেছে কাল।
একবার যবে এই হুতাশন
হরষে তোমায় দিবে আলিঙ্গন,
বিবাদ বিহীন সাম্যের ভবন
হইবে অনন্ত নিবাস তব,
এই জগতের নিন্দা কোলাহল
ঢালিবে না তব হৃদে হলাহল,
ঢালিবে না আর অমৃতের ধার
কখন স্তুতির মধুর রব।
প্রিয় কলাবতি-নুপুর-নিক্কণ,
রণমদ মত্ত বীর-আস্ফালন,
তীব্র অরিকুল-ভ্রূকুটি কুঞ্চন,
প্রাণ প্রেয়সীর মধুর হাস,
বজ্রের নিনাদ, বীনার ঝঙ্কার,
কোকিল কূজন, বায়স চিৎকার,
কিছু না তখন করিবে তোমার
চির-শান্তি ময় স্বপন নাশ।

শরদাগমন।

দেখ দেখ ভাই ফিরা'য়ে নয়ন
হাসিছে ধরণী, হাসিছে গগন,
হাসিছে মধুর তরুলতা-কুল,
হেলিয়ে দুলিয়ে পবন ভরে।
কত শত ফুল চৌদিকে ফুটিছে,
অজস্র সুরভি চৌদিকে ছুটিছে,
হইয়ে আকুল ধায় অলিকুল
কুসুমের পানে মধুর তরে॥
হের প্রকৃতির প্রসন্ন বদন,
হের চারু শোভা মেলিয়ে নয়ন,
বিহগের কুল গাইছে মধুর
শোন মন দিয়ে পাতিয়ে কান,
বাল তপনের সুবিমল আভা,
সান্ধ্য রবিকর, চারু চন্দ্র বিভা,
মানস-রঞ্জন নৈশ সমীরণ,
হরিয়ে যাতনা জুড়ায় প্রাণ।
বার বার শত বজ্রের পতন,
শ্রুতিস্তব্ধকর ভীষণ গর্জ্জন,

ঘোর ঘন ঘটা, বিদ্যুতের ছটা,
বরষার শত মুষল ধারা,—
দেখ ভাই, সবে লইল বিদায়,
হইল এখন সুখের উদয়,
বহু দুখ সহি' দেখ আজি মহী
হাসিয়ে মেলিল নয়ন তারা ।।
বুঝি এবে হল দুখ অবশান,
যাতনা মথিত তনয়ের প্রাণ
করুণা প্রদানে প্রবোধ বচনে
শান্ত করিবারে, বঙ্গের ঘরে—
আসিছে অম্বিকা, সেই সমাচার
বাঙ্গালী সমীপে করিতে প্রচার,
ধরি ঋতুপতি উজল মূরতি
আসিল মরতে কেতন করে ।
না পারি বর্ণিতে, হৃদয় মাঝারে
সহিনু যাতনা যত ।
পারি না কহিতে মাথার উপরে
বহিল তুফান কত ।।
উপরি আকাশে কাল মেঘ জাল
খেলিল কতই খেলা ।

শত শীলাঘাত জর্জ্জরিল দেহ,
প্রাণ যায় এই বেলা ॥
যায় প্রাণ যায়, আশা পাশে আসি'
কহিলা শ্রবণে পশি—
"আর কি ভাবনা, আসিছে জননী,
শরৎ কহিলা হাসি।"
আসিছে জননী ?—হেরিতে তনয়ে
ছাড়িয়ে স্বরগ বাস ?
করুণা করিয়ে এ দুখী জনের
সাধিতে দুখের নাশ ?
এত দুখ সহি' পাইব এখন
পদযুগ জননীর।
সে পদে লুকায়ে এ পোড়া বদন
ফেলিব' নয়ন নীর ॥
এ জগত মাঝে কি হইবে আর
এ হেন সুখের কাজ,
আসিবে জননী দেখাইব তায়
যা আছে হৃদয় মাঝ ॥
যে জন দুখের সাগরে দিবানিশি ভাসি
না পায় লভিতে কূল।

আজি মাতৃ পদতরি পাবে সে হেরিতে
কি আর ইহার তুল ॥
এস এস ঋতু রাজ হাসিয়ে হাসিয়ে
সাজিয়ে মোহন বেশে,
দেখ, পরাণ খুলিয়ে প্রকৃতি সুন্দরী
ডাকিছে বিনয় বশে ।
আজি দরশনে তব দেখহে তাহার
কত আনন্দিত মন ।
আজি নানা উপচারে ভেটিতে তোমায়
দেখ কত আয়োজন ॥
দেখ, তোমার লাগিয়ে খুজিয়ে খুজিয়ে
বহু পদ্মরাগ খণি,
চারু কমলের দলে সলিল উপরে
রচিত আসন খানি,
দেখ স্বাগত বচনে সুধাতে তোমায়
দ্বিজ কুল উপনীত,
আজি শ্রবণ যুগল জুড়াবে তোমার
শুনি ও মধুর গীত ॥
দেখ, তোমার চরণে করিতে অর্পণ
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি,

নব শ্যাম দূর্ব্বাদলে মিশায়ে শিশির
রাখিয়াছে হাতে ধনি ॥
শ্বেত কাশের কুসুমে রচিয়ে চামর
দোলাইছে ধীরি ধীরি,
আজি সুমন্দ ব্যজনে হইবে শীতল,
সুখী হবে প্রাণ ভরি ॥
নানা কুসুমের দলে পাত্র নিরমিয়ে
থরে থরে থরে থরে,
দেখ নাশিতে যতনে পিপাসা তোমায়
রাখিয়াছে সুধা ভরে ॥
ঘোর বরষার মল ত্যজিয়ে বিমল
হয়েছে নদীর জল,
তাহে মিশিয়ে এখন পার্ব্বত ঔষধি
বাড়াবে তোমার বল ॥
দেখ চাহিয়ে চৌদিকে হরিৎ বসন
তাহাতে ফুলের কাজ,
ইহা পরিয়ে এখন ধরিবে কেমন
মনো বিমোহন সাজ ॥
হয়ে ভাবেতে উতলা হাতে নিয়ে ডালা
বালক বালিকাগণ,

সাধের কুসুম তুলিয়ে মনের মতন
গড়িতেছে আভরণ ॥
কত ভুরি ভুরি ভুরি সুরভি লইয়ে
ভাবেতে হইয়ে ভোর,
সুখে ছিটায় চৌদিগে মৃদুল অনিল
হরষে হৃদয় পূর ॥
দেখ, যূথিকা, চামেলী, বকুল, সেফালি,
নিশিগন্ধা, গন্ধরাজ,
শ্বেত চম্পক, টগর, গোলাপ, কাঞ্চন,
মরি কি মোহন সাজ ;
জলে শোভিছে মোহিনী চারু কুমুদিনী
অপরূপ রূপে সাজি।
দেবী মনের মতন এসব সুমনে,
সাজাবে তোমায় আজি।
সদা, (কহিব কেমনে) বাঙ্গালির মনে
যে অনল ধূধূ জ্বলে,
আজি, নিভাব তাহায়, ভাবধূপ সহ
ভক্তি শ্রীফলের দলে ;
তাহে হইবে ধূমিত ভাব ভক্তি রাশি
মোহিবে জগত জন :

মনে জানিবে তখন সমস্ত জগৎ
কি ধনে ধনী এমন ॥
দেখ, গগন উপরি নীল চন্দ্রাতপ,
হীরার ঝালর তায়,
মাঝে অতুল কিরণ রজত কমল
মরি কিবা শোভা পায় ॥
লয়ে বরণের ডালা যত সুর বালা
বরিবে তোমায় সুখে,
তাই থরে থরে থরে মানিক দেউটী
জ্বালাইছে হাসি মুখে ॥
দীন বাঙ্গালীর এবে যা আছে সম্বল,
হৃদয় ভাণ্ডার খুলি,
আজি হরষিত মনে তোমার চরণে
অকপটে দিবে ডালি।
মোরা এত কাল ধরি চৌদিকে কেবল
দেখিলাম অন্ধকার।
আজি তোমার প্রসাদে হেরিনু আলোক
লও ভক্তি উপহার ॥
চল ভাই চল, বরষা চলিল
চল যাই এবে মায়ের কাছে।

উঠ ভাই, আর হেথায় কি সার,
দাঁড়াই চল সে চরণ পাশে ॥
ভিজিয়ে পুড়িয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে
যাতনা ভোগিয়ে পরাণে মরি
না ঘুচিল ত্রাস না মিটিল আশ,
চল চল যাই স্বরগ পুরি ॥
বাঙ্গালির বল রোদন কেবল
কি ফল মরতে লভিবে তায় ?
ভিক্ষা পাত্র সার ভিখারী কথার
কে কোথায় মান রাখে গো হায় ?
কেন তবে আর— মোছ অশ্রুধার—
ললাটের স্বেদ মুছিয়ে নেও,
শত অত্যাচার— শত অনাদর
বিস্মৃতি সাগরে ডুবায়ে দাও ॥
বিনীত বচনে মায়ের চরণে,
চল যাই—আজ খুলিয়ে প্রাণ
দেখাই কি আছে হৃদয়ের মাঝে ;
ঘুচিবে বেদনা পাইব ত্রাণ ॥
চল ত্বরা ক'রি, ভাই ভাই মিলি
জননী চরণে প্রণত হই ।

দাসত্ব যাতনা, মরম বেদনা
কিছু দিন তরে ভুলিয়ে রই ॥

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

বিষাদের ঘন জালে আবৃত গগন,
চৌদিকে ছড়ান ঘোর তিমিরের রাশি,
প্রবল নিরাশা বায়ু বহে অনুক্ষণ,
যতনে পালিত আশাতরু কুল নাশি ;
ধীরি ধীরি অনায়াসে বিদরি সে জাল,
গভীর তিমির রাশি ছাড়াইয়ে দূরে,
এড়াইয়ে সেই ভীম প্রভঞ্জন বল
মরি কি স্বর্গীয় দীপ্তি, হায় রে অদূরে
মুহুর্ত্তের তরে নেত্রে হল প্রতিভাত।
মুহুর্ত্তে দুখের নিশি হইল প্রভাত ॥
কিন্তু কই—কই সেই স্বর্গীয় কিরণ ?
আবার আঁধারে নেত্র ফেলিল ছাইয়ে,
বহু কালে পেয়ে আজ আলোক দর্শন
ভাবিনু ভুলিব দুখ হাসিয়ে হাসিয়ে।
কই তাহা ? একি দুঃখ—সহেনা পরাণে,

খুলিতে খুলিতে হায় হৃদয়ের দ্বার,
কেনরে ছলিলে বিধি বিষম ছলনে
এ পোড়া পরাণ? দিয়ে সুখ সমাচার
বিষম বিষাদে পুনঃ কেনরে অমনি
দেখিতে দেখিতে মোর মজালে পরাণি!
এখন (ও) মনের বেগ মিসায়নি মনোমাঝে,
এখনও ভুলি নাই সেই মানোহর সাজে,
নয়ন মুদিলে হেরি, চাহিলে হেরিতে নাি
বৃথা চারিদিগে হায় চাহিতেছি ঘুরি ফিরি।
উল্লাসে খুজিয়ে কত সুবাস কুসুম বন
চন্দনে মাখিয়ে ফুল সহ শ্রীফলের দল
আনিয়াছি রাশি রাশি, পূজিতে ও শ্রীচরণ
লইনু তুলিয়ে হাতে, হায়রে করম ফল,
হাতের ও ফুল রাশি হাতেই শুকালমোর,
লুকাল স্বর্গের আভা হইল তিমির ঘোর।
ফেলিলাম আনন্দের অমূল্য নয়ন বারি,
না শুখাতে বারিবিন্দু চলিলা আমায় ছাি
আনন্দের অধিষ্টাত্রী, এবে সেই বিন্দু হায়
সুখের হইয়ে আসি সুখাল দুখের হয়ে।
বহু দিন পরে আজি যতনে লইনু হাতে

সুমধুর বীণা খানি, হৃদয় মিশায়ে তাতে
মনের হরষে কত গাইব সুখের গীত,
দেখ তার গেল ছিঁড়ি, শূন্য ময় হল চিত।
নীরব হইয়ে বীণা পড়িল ভূতলে খসি,
হৃদয়ে উদয় পুনঃ নিদয় বিষাদ মসী ॥
আকাশের পানে চাই দেখি শত২ তারা
নাহি তায় জীবনের ভাব,
ধাই তটিনীর তটে দেখি শত জলধারা
কিন্তু তথা সুখের অভাব ॥
রয়েছে ফুটিয়ে ফুল, গাইছে বিহগ কুল
কিবা যেন নাই তার মাঝে,
মৃদুল পবন বয়, শরীর শীতল নয়
বিষময় নিশ্বাস হেন বাজে ॥
জ্বলিছে আলোক গেহে, উজলতা নাই তাহে
সে যেন না হরিছে তিমির,
কে যেন আলোক সার, হরিয়ে নিয়েছে তার,
শূন্য ময় জ্বলিছে অগির ॥
চন্দ্রমা গগনোপরে নীরবে কিরণ ছাড়ে,
শব্দহীন নৈশ সমীরণ,
নীরব সকল ঠাই, কথা না শুনিতে পাই,

স্পন্দহীন ধরণী এখন ।।
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সকলি দেখিতে পাই,
কিন্তু তাহা দেখি শূন্য ময় ;
যেন প্রাণ চলে গেছে দেহগুলি পড়ে আছে
সজীবতা হয়েছে বিলয় ।
নিশার স্বপন সম একিরে হইল আজি,
মেলিতে মেলিতে আঁখি কিছুই না রহিল ।
শ্রুতিসুখকর ধ্বনি পশিল শ্রবণে কত,
জাগিয়ে তৃষিত কর্ণ কিছুই না শুনিল ।
সুবর্ণ প্রতিমা খানি পূজিনু যতনে কত
অনন্ত সলিলে হায় দেখ তাহা ডুবিল ।
হৃদয়ের আশা যত জলের বুদ্‌বুদ মত
মুহূর্ত্তে শোভিয়া জলে অমনিই মিশিল ।

স্মৃতির দৌরাত্ম্য

আর নাহি সহেরে পরাণে,
এত যে মিনতি তব করিনু চরণে,
তবু স্মৃতি রহিলি নিঠুর ?
তবু তুই না হইলি দূর ?

তবু রে হানিস্ বান আহত মরমে ?
যাতনায় অধীর হইয়ে
রহিয়াছি আপনি মরিয়ে;
তবু কি ব্যথিতে মোরে লয়রে ধরমে ?
স্মৃতিরে ! ভীষণ গদা করে
প্রবেশিয়ে এই পোড়া হৃদয় মন্দিরে,
যতনের প্রতিমা আমার
ভাঙ্গিল যে দস্যু দুরাচার,
সযতনে চাহি কথা ভুলিতে তাহার।
বাদী হয়ে তায় কোন মনে
সে কথাটি তুলিছ শ্রবণে
প্রতীকার এ জনমে নাই হে যাহার।
পয়োধির সমস্ত জীবন
শীতল করিতে কভু নারে যে জ্বলন,
জলদের সমস্ত বিভব
যাহাতে রে পায় পরাভব,
কেন রে ফুৎকারে সেই দারুন অনল
দহিবারে নিয়ত আমায়
দিলি জ্বালাইয়ে ? হায় হায় !
বিপন্ন অবলে কেন প্রকাশ এ বল ?

যদি তুই শরীরী হইতি,
আমার ব্যথার ব্যথা অবশ্য বুঝিতি,
অবশ্য হইত নিরদয়
তোর মাঝে করুণা সঞ্চয় ;
শরীর বিহীন তুই—কেমনে বুঝিবি
শরীরির মরমের মাঝে
কত কি যে বেদনা বিরাজে ?
কত যে যাতনা সই কেমনে জানিবি ?
আমি চাই নাশিতে যাতনা
বিস্মৃতি সলিলে মোর ডুবায়ে চেতনা ;
তুই কেন বাদী হয়ে তায়
বার বার ফিরাস আমায় ?
চেতনা বিলুপ্ত মোর পীড়িত হৃদয়,
কেন চাস জাগাইতে তায় ?
এ ক্রূরতা শিখিলি কোথায় ?
কি রূপে হইলি তুই হেন নিরদয় ?
নিভিয়াছে সুখের আলোক,
আমি চাই নাশিতে সে নিদারুণ শোক,
মিশাইয়ে আঁধারের সহ
হৃদয়ের যাতনা দুর্ব্বহ,

আমি চাই পাশরিতে সে সুখের মায়া।
ওরে স্মৃতি বিষম কপটি !
কেন জ্বালি অস্ফুট দেউটী
দেখাও জ্বলিতে মোরে আশার কুছায়া
পরাভবি দুখের শকতি
যে জন সতত পূজে সুখের মূরতি,
বিভবের কণক বরণ
রঞ্জিয়াছে যাহার বদন,
যাও তথা পরকাশ আপন শকতি ;
পার যদি—দেখায়ে মমতা
কহ তায় পূরব বারতা,
লাভ তার যদি তব শোনরে যুকতি।
কি কাজ এ নিরাশ অন্তরে ?
এ হৃদয় কখন না চাহিবে তোমারে,
আমি হই দুখের কিঙ্কর,
আশা নাই হৃদয় ভিতর ,
কেন তবু সুখ-স্মৃতি ! ব্যথরে আমায় ?
আমি চাই ভুলিতে তোমায়,
তুমি কেন ভুলনা আমায় ?
কেনরে যাতনা মোর বাড়াইছ, হায় !

ভগ্ন মন্দির।

নিশাকরে সমর্পিয়ে আপন কিরণ
অস্তাচলে গেলা দিনমনি,
পশুগণ গেল ঘরে, বিহগ পশিল নীড়ে,
স্তব্ধ প্রায় হইলা ধরণী।

কি হেরিছ ধনেশ্বর! ফিরাও নয়ন,
ভুলেও ওদিকে তুমি চেওনা কখন।
অইযে কণ্টক বাসে ঢাকিয়া বদন খানি
সময়ের হস্ত লিপি স্বহস্তে লইয়ে
মূর্ত্তিমান গভীরতা রয়েছে দাঁড়িয়ে,
তোমার উহাতে বল কিবা প্রয়োজন।

বাসনার অনুচর! এস ফিরি ঘরে,
রজনী আগত প্রায় ধরণী ভিতরে;
মনোহর বাসে তব সুগন্ধি প্রদীপ কত
জ্বলিতেছে সারি সারি নয়ন রঞ্জন,
গায়ক মধুর গানে তোষিছে শ্রবণ,
সাজিয়ে মোহন বেশে ভুলিয়ে ভাবের বসে
করিছে প্রমদা কুল প্রেম আলাপন,
তা' থুয়ে এখন হেথা রয়েছ কি করে?

যাওহে বিলাস প্রিয়! বিলাস ভবনে,
মজাও আপন মন বিলাস সাধনে,
সযতনে সুধা ধারা ঢালিয়ে কণ্ঠের মাঝে
বিষাদ-বিষের ভয় করগে বারণ,
কল্পনা সহায়ে মাগ সুখের চরণ,
রজনী আগত, হেথা কি কাজ বিজনে?

এ নহে তোমার স্থান; এ লিপি তোমার
বহিবে না পান্থ কভু সুখ সমাচার;
এ স্তব্ধ মুরতি খানি আমোদের রঙ্গ তুলি
রঞ্জিবে না কেলি প্রিয় হৃদয় কখন,
মোহাবেশে মোহিবে না মানবের মন,
আঁধারের বাস হেথা—কেবল আঁধার।

কেবল আঁধার? নয়—যা'আছে ইহাতে,
বুঝিবে মরম তার কজন জগতে?
সহ মহীরুহ রাজি অই যে মলীন চূড়
কণ্টকে বদন ঢাকা ভগন মন্দির,
অইযে স্বনন স্বন স্বনিছে সমীর,
কে বুঝে কি মহাভাব প্রকাশ উহাতে?

পেচক মিথুন শোন তুলি নিজধ্বনি
কালের পয়ান বার্ত্তা কহিছে বাখানি ;
খদ্যোতের কুল অই আঁধারে মিশায়ে দেহ
জ্বলিয়ে নিভিছে পুনঃ উঠিছে জ্বলিয়ে ;
কণ্টকে কুসুম গুচ্ছ রয়েছে ফুটিয়ে ;
সৌরভে তাহার কার হাসেগো পরাণি !

কালের লিখনি জাত ভীম ভাবময়
এই মহা গ্রন্থ খানি, কাহার হৃদয়
ছাড়ায়ে ভূতল ধর, ছাড়াইয়ে বারিধর,
ছাড়াইয়ে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র নিচয়,
উচ্চ হ'তে তুলে উচ্চে করি ভাবময় ;
কে আছে জগতে হেন মহান্ আশয় ॥

জগতে কজন ইহা বুঝিতে সক্ষম,
কত যে লিখিত হেথা কে বুঝে মরম,
একাব্যের প্রতি পত্রে, ইহার প্রত্যেক ছত্রে,
প্রতি বর্ণমালে এর যে সত্য প্রকাশ,
কজন সক্ষম যাবে তাহার সকাশ।
কজনের হিয়া এর বুঝে গো মরম ॥

প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তি ভিতরে ইহার,
কে পায় গো ধরা মাঝে দরশন তার ;
কে পায় চরণে তাঁর দিয়ে মন উপহার,
ভুলিতে অসার মর্ত্ত্য সুখের মমতা ;
কে পায় লইতে তার স্বর্গীয় বারতা ।
কে ওপদে আসি মাগে জগতের সার ॥

জগতের সার যদি চাও হে খুজিতে,
স্বর্গের প্রদীপ্তি যদি বাসনা হেরিতে,
এই আঁধারের মাঝে দেখ চেয়ে নিরখিয়ে
মানব মনের ভুলি বাসনা অসার,
দেখিবে—দেখিবে তব আশার সুসার,
জগৎ যাতনা যত পাইবে ভুলিতে ।

এক দিন মর্ত্ত্যদীপ জ্বলিত হেথায়,
মিশেছে তা' বহুদিন আঁধারের গায়,
হৃদয়ের দ্বার খুলি মানস-নয়ন-তেজে
দেখ নিরখিয়ে হেথা, হেরিবে সুন্দর
অপূর্ব্ব শীতল দিব্য মাণিকের কর,
ধনীর ভাণ্ডারে যাহা না পাবে ধরায় ।

কিরণ সহায়ে সেই পাইবে দেখিতে
ধনীর ধনের গর্ব্ব দারিদ্র্যে মিশিতে,
রূপের বিজলি ছটা আমোদের ঘন ঘটা,
নিমিসে আকাশ পথে বিলয় হইতে,
হরষের জয় রব বায়ুতে মিসিতে,
জন পূর্ণ জনপদ বিজন হইতে।

যদি এই জগতের ঘটনা নিচয়
বুঝে থাকে তোমার ও মহান্ হৃদয়,
সংক্ষিপ্ত জগৎ যদি হয় রে হৃদয় তব
খুজে দেখ হৃদয়ের স্থান সমুদয়,
বিচারিয়ে দেখ যত ভাবের আলয়
যেই দিকে চাহিবে হেরিবে শূন্য ময়,
কিছু না হেরিবে বিনা-"ভগন মন্দির—"



উৎসব। *

এস এস ভাই! মনের হরষে
জুড়াই হৃদয় শীতল পরশে,
এস ভাই! রাখি দগধ উরসে
যতনে মোদের এ শুভদিন।
চল, ভুলি আজি মনের বেদনা।
ভারতের ভাগে অসংখ্য যাতনা,
আজিকার তরে সে কথা তুলনা,
হোক্ তা' সুখের সলিলে লীন॥
বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, হিমানী,
নিদাঘ, প্রাবৃট, দিবস, রজনী,
(কি কহিব হায়! বিধাতা বিমুখ)
নিমিসের তরে ভারতের মুখ
বিষাদ প্রভাবে নাহি লভে সুখ,
সতত দারুণ আঁধারে মাখা।
যে দিকে নেহারি কেবল আঁধার,

---

* ১৮৮২ সালের ১৯এ জানুয়ারি মুদ্রা যন্ত্র স্বাধীনতাপহারক বিধি (৯ আইন) রহিত হওয়ায়, আনন্দ প্রকাশার্থ অন্য অন্য স্থানের ন্যায় আমাদের সেরপুরে ও এক মহতী সভা হয়। সভা স্থলে এই কবিতাটি পঠিত হইয়াছিল।

রবি, শশী, তারা আলোক আঁধার,
ভারত আকাশে তা'রাও নিষ্প্রভ ;
কাল মেঘ জাল দারিদ্র্য সম্ভব
ঘুরিছে গগনে করি ঘোর রব,
সকলি তাহাতে পড়েছে ঢাকা।
কিছু নাই হেথা করিতে ঈক্ষণ,
কিছু না এখানে তোষে গো শ্রবণ ;
কেবল মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন,
ভারতীর চির বিষাদ রোদন,
শুনিছে আশৈল কুমারী কুল।
ছিল এক দিন, নাই তা' এখন,
নাই সে বীরের জ্বলন্ত নয়ন;
—যে নয়ন জ্যোতিঃ সিন্ধু কাঁপাইত
—যে নয়ন জ্যোতিঃ হিমাদ্রি লঙ্ঘিত,
—যে নয়ন জ্যোতিঃ আকাশ ভেদিত,
প্রদীপ্ত করিতে ত্রিদিব কুল।
ছিল এক দিন নাই তা' এখন,
কোমলে কঠিনে নাই সে মিশ্রণ,
শিরীষ কুসুমে বিদ্যুতের ছটা,
পঙ্কজে সুতীব্র আলোকের ঘটা,

মধুর বীণার বিজয় নিনাদ,
কলকণ্ঠ স্বরে বীরত্ব উন্মাদ,
প্রেমিকার প্রিয় সুচিক্কণ কেশ
উচ্চারে ভৈরব ধনুক নির্ঘোষ,
কমনীয় নারী হৃদয় সম্ভব
বীরত্ব প্রেমের হরিহর ভাব,
অপূর্ব্ব অনন্য ভারত স্বভাব
আর না হেরিব ভারত মাঝে।
আর না কৃপাণ কুসুমের দামে
পূজে গো ভারতি এ ভারত ধামে,
জননী বচনে, প্রিয়ার সুস্বরে,
ভারত বাসীর ধমনী ভিতরে
নাচে না শোণিত, পড়ে না নিশ্বাস,
না পায় জীবন আলোক বিকাশ ;
নিস্তেজ, নিদ্রিত, নীরব ভারত
বিষাদ তিমিরে আবৃত সতত,
গেল বহু কাল না হ'ল জাগ্রত,
উঠিয়ে ধাইতে আপন কাজে ॥
নীরব ইন্দ্রের কুলিশ ভীষণ,
নীরব কবীশ বাল্মিকী বচন,

নীরব ভীমের ভীম হুহুঙ্কার,
নীরব ব্যাসের বল্লকী সুতার,
নীরব বিজয় গাণ্ডিব সন্ধান,
নিস্তেজ নিশ্চল ক্ষত্রিয় কৃপাণ,
যুব হৃদয়ের জ্বলন্ত অনল,
হীন বল এবে হায় রে সকল ;
অমর নগরী জিনি নিকেতন
রাজন্যবর্গের বিলুপ্ত এখন,
বিলুপ্ত এখন কুবের গরীমা,
বিলুপ্ত ভারতে জাতীয় মহিমা,
বিলুপ্ত যতনে মন্ত্রের সাধন,
বিলুপ্ত ধর্ম্মের উজল কিরণ,
তিমির আচ্ছন্ন সদা নরগণ
এ মহা বিশাল ভারত ধামে ।
তবু ভাই ! আজি মেলিয়ে নয়ন,
আশার আলোক কর দরশন,
অনন্ত আঁধারে আবৃত গগনে
হের ভ্রাতৃগণ ! হের শুভক্ষণে
ভারতের ভাবি শুভ কাল গণি
পশিল আলোক, আনন্দের ধ্বনি

ছাইল ভারত, শুভ প্রতিধ্বনি
গাইল বিজয় মাতার নামে।
যে আলো সহায়ে অই শ্বেত দ্বীপ
হইয়াছে আজি ভুবন অধীপ,
আলোকের খনি অই দিনমণি
না পায় বিশ্রাম যে রাজ্যে কখনি,
যে আলোক বল লভিয়ে মার্কিন
নব মহাদ্বীপ করিলা স্বাধীন,
গর্জ্জিয়ে ভীষণ রুশিয় ভল্লুক
গ্রাসিছে এসিয়া লভি যে আলোক,
যে আলোক লভি নূতন জীবন
নূতন ইতালী হাসিছে এখন,
যে আলোকে আজি প্রদীপ্ত জর্ম্মাণ,
সহায়ে যাহার স্বাধীন জাপান,
আজি ভারতের ভাগ্যের আকাশে
সেই আলোকের কণিকা বিকাশে;
দরিদ্র ভারতে ভাষা দীনহীন,
আজি সেই বলে হইলা স্বাধীন,
লভিলা জননী জীবন নবীন
ভোগি বিড়ম্বনা বিধির করে।

ভারতের রাণী বৃটন ঈশ্বরী
অধীন ভারতে আজি কৃপা করি
ভারতীর হাত স্বাধীনতা ধন
সমাদরে পুনঃ করিলা অর্পণ,
রাজ প্রতিনিধি মহাত্মা রিপণ
স্বহস্তে ভাষার মোচিয়ে বন্ধন
স্থাপিলা কণক মুকুট শিরে,
এস সবে মিশি দিয়ে করতালি
গাই মনসুখে সুখের গান,
আনন্দে মাতিয়ে বাহু যুগ তুলি
দেই জয়ধ্বনি নাচুক প্রাণ !!
আমরা সকলে ভারত সন্তান,
ভারত মোদের ধন, মান, প্রাণ,
সবে মিলি গাও ভারতের গান
হৃদয় বীণায় যুজিয়ে তার।
এ সুদিন পুনঃ আসিবে কখন,
ভাই ভাই সবে মিসিয়ে যখন,
মহান হরষে ধাইব এমন
সৌভাগ্য সঙ্গীত গাইতে মার ॥
গাও ভাষা এবে বীণা করে করি

জয় জয় জয় ভারত ঈশ্বরী
কৃতজ্ঞতা রসে হইয়ে বিভোর
গাও গো ভারতি সুখের গান ॥
মোহ মগ্ন স্বরে ভারত নিবাসী,
কৃতজ্ঞতা রস ঢাল হাসি হাসি,
স্বদেশী বিদেশী যত নরগণ
পরশে তাহার জুড়াক প্রাণ ॥
এক দিন অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
পূজেছ ভাষা, যে কুসুম নিচয়ে
বেণ্টিং মেট্‌কাফ মহা মহোদয়ে,
আজি সেই ফুলে গাঁথরে হার,
আজি পুনঃ তব হিতৈষী রিপণে
পূজগো ভারতি! হরষিত মনে,
তব প্রিয় চারু কুসুমে যতনে
সাজাও সুবেশে মহিমা তাঁর ॥
গাও ভাষা পুনঃ বীণা করে করি।
"জয় জয় জয় ভারত ঈশ্বরী,"
উড়িছে পতাকা জ্বলিছে আলোক।
এখন ও কি মনে রহিবে গো শোক ॥
গাও সবে মিলি দিয়ে করতালি,

গাও মনসুখে সুখের গান্
গাও গাও জয় সব ভাই মিলি
শুনি ভারতীর জুড়াক প্রাণ ॥

শিশু সঙ্গীত। *

চাঁদের কিরণে আকাশ উজল,
হের চারিদিক্ করে ঝলমল,
চারিদিকে মৃদু পবন বহিছে,
হরষে মন মাতিছে।
কোথা রলি তোরা আয়রে ছুটিয়ে,
আয় আয় ভাই সকল ভুলিয়ে,
অই আয় দেখ ভুতলে আর এক
গৌরবের চাঁদ উদিছে ॥

---

* দেশগৌরব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "মহামহোপাধ্যায়,, উপাধি ভূষিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগত হইলে, তৎসম্বর্দ্ধনার্থ মহাহৃষ্ট স্বদেশবাসীগণ প্রযত্নে সমাহুত সভাদ্বারে বঙ্গপণ্ডিতকুলতিলক অধ্যাপক মহাশয়ের শুভ পদার্পণ সময়ে বিদ্যালয়স্থ (Victoria Academy) অল্প বয়স্ক ছাত্রগণ সমস্বরে এই পদ্য পাঠ করিয়াছিল। (সেরপুর ৬এ চৈত্র ১২৯৩ সন।)

উদয় দেশের গৌরবের চাঁদ ;
আয় আয় মোরা দেখিগে সে ছাঁদ,
আয় ভাই পাতি ভকতির ফাঁদ
ও চাঁদ কিরণ ধরিরে।
আকাশের চাঁদ কে পায় ধরিতে,
কে পায় সে চাঁদ চরণ পূজিতে,
মোরা ভাগ্যধর আয় ভাই আজি
এচাঁদ চরণ পূজিরে ॥
পূজিব চরণ নানা উপহারে,
পূজিব তাঁহার হরিষ অন্তরে,
তুলিয়ে ও পদ মাথার উপরে,
হাসি হাসি বর মাগিব।
আমরা বালক কিজানি কি কই,
কেবল আমোদে মাতোয়ারা হই,
জানিনা আমরা সুখ গীতি বই,
যতনে তাহাই গাইব ॥
আমরা বালক প্রভাতের পাখী
কেবল উষার সমাচার রাখি,
পূরব আকাশে অরুণ নিরখি
কেবল হাসিয়ে হাসিয়ে ॥

পশি বার বার কুসুম কাননে
নিরত সতত কুসুম চয়নে,
তুলি নানা ফুল হরষিত মনে
ফুলের আধার ভরিয়ে ।
তা ছারা মোদের আর কি সম্বল
পূজিতে চাঁদের চরণ কমল,
আয় ভাই আয় তুলি শতদল
সাজাই চরণ দুখানি ।
আজি আমাদের সুখের দিবসে,
আয় আয় ভাই, মনের হরষে,
মিটাই মনের যাহা কিছু সাধ
ও চাঁদের গুণ বাখানি ।
ভাই ভাই মিলি দিয়ে করতালি
মহারবে সবে জয় জয় বলি
সাঁদরে সাজায়ে বরণের ডালি
চল চল দেবে বরিতে ।
আরকি হেরিছ? এইযে সময়,
উছলিয়ে এবে পরিছে হৃদয়,
চল ভাই চল দেরি নাহি সয়,
ওপদ যুগলে নমিতে ।।

লে ভাই সবে সাজি, ভূমিতে লুটায়ে আজি
পূজি অই পূজ্যতর যুগল চরণ।
ভক্তিফুলে গাঁথি মালা সাজায়ে হৃদয় ডালা
চল যাই পদ যুগে করিগে অর্পণ।।
বালক আমরা অতি অবোধ সরল মতি,
জানিনা কিরূপে হয় যতন রতনে ;
এস, দেব গুরুবর ! মন প্রাণ কলেবর
পবিত্র করিব পদধুলি পরশনে।

রাগীণী সুরট মহ্লার।—তাল ঝাপ তাল।

"শ্রীমতাং কথমা পদ" এই যদি হে স্থির মনে,
কি ফল বলনা ভ্রাতঃ সতত বৃথা ভাবনে ?
(১) শোভা যাতে হবে লাভ
রীতিমত তাহা ভাব,
মোহন বাসনা সব ছাড়রে ছাড় মনে মনে।
হবে যবে শ্রীপদ রতন
নয়ন হৃদয় প্রাণ,

---

* শ্রীঃ—ত্রিবর্গঃ—ধর্ম্মার্থ কামাঃ। ইতি মেদিনী অমরশ্চ।
১ শোভাঃ—শ্রীরিতিপদরত্নাবলী।

চৌদিকে দেখিবে কিবা বিমল আলোক—

ধুলিজ রতন লভি

রিক্ত হস্তে কেন যাবি,

কৃপা সিন্ধু পানে চল

তথা—পাবে রে সে শ্রীরতনে। *

———